বন্ধুত্ব

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ বদ্ধ থাকা মানুষের স্বভাব। এক সাথে একই সমাজে বাস করতে গিয়ে মানুষ পরস্পরে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। একে অপরের আপন হয়ে যায়। এমন সম্পর্ককে বলা হয় বন্ধুত্ব।

ইসলাম মানব জাতির জন্য আল্লাহর দেয়া পরিপূর্ন জীবন বিধান। জীবনের সকল বিষয়ে মৌলিক নীতিমালা ঠিক করে দিয়েছে ইসলাম। বন্ধুতে মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ন বিষয়। তাই এব্যাপারটিও এড়িয়ে যায়নি ইসলামী শারীয়া'হ। শারীয়া'হ বিধান মতে বন্ধুতের বন্ধুত্বের চারটি ধাপ রয়েছে। যথাঃ

ক. সাধারণ বন্ধু, রাফিক্ব। চলার পথে, কর্মক্ষেত্রে বা সমাজের সদস্য হিসাবে মানুষের মাঝে পরস্পরে সম্পর্ক গড়ে উঠে। এক সময়ে এই সম্পর্ক হৃদ্যতায় রূপ নেয়। তখন একে অন্যের প্রতি কোমল ও সুহৃদ হয়ে যায়। এমন সম্পর্কের উপর গড়ে উঠা বন্ধুকে বলে সাধারণ বন্ধুত্ব, রাফিক্ব।

খ. বিশ্বস্থ বন্ধু, সাদীক্ব। ধীরে ধীরে মানুষের সম্পর্ক আর গভীর হয়। এক পর্যায়ে একে অন্যকে বিশ্বাস করতে শুরু করে। বন্ধুত্বের সম্পর্ক যখন এমন পর্যায়ে পৌছে যায় যে, এক বন্ধু আরেক বন্ধুকে বিশ্বাস করে নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারেও শামিল করে নেয় এমন পর্যায়ের বন্ধুকে বলে সাদীক্ব।

এই দুই ধরনের বন্দুত্বের মূলভিত্তি মানবতা। মানুষ হিসাবে মুসলিম কাফির সবার সাথেই এমন বন্ধুত্ব হতে পারে। এতে শারীয়া'হ কোন বিধি নিষেধ আরোপ করেনি।

গ. অন্তরঙ্গ বন্ধু, খালীল। দিনে দিনে মানুষের সম্পর্ক আর গভীর হয়। এক সময় বন্ধুত্বের সম্পর্ক এমন পর্যায়ে পৌছে যায় যে, এক বন্ধু আরেক বন্ধুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়। এমন অন্তরঙ্গ বন্ধুকে বলে খালীল। এমন বন্ধুত্ব সবার সাথে করা ভাল নয়। মন্দলোকের সাথে এমন সম্পর্ক করলে বিভ্রান্তির সম্ভাবনাই বেশী। তাই এমন বন্ধুত্বের ব্যাপারে সাবধান করে দিয়েছে ইসলাম। বর্নিত হয়েছেঃ

আ'ইশাহ রাঃ থেকে বর্নিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ মানুষ তার খালীলের আদর্শে আদর্শবান হয়। তাই ভাবতে হবে কাকে সে খালীল বানাবে। (আবু-দাউদ)

ঘ. ওয়ালী। বন্ধুত্বের সম্পর্ক যখন এমন পর্যায়ে পৌছে যায় যে, এক বন্ধু আরেক বন্ধুর জন্য কোন দায়ভার নিতে বা কোন ঝামেলায় জড়াতেও দ্বিধা করে না। যে

বন্ধুত্বের সাথে অভিভাবকত্ব সহ অনেক দায় ভার এসে যায়। এমন বন্ধুকে বলে ওয়ালী।

এমন বন্ধুত্ব শুধু ঈমানের ভিত্তিতেই হতে পারে। কাফির, মুশরিক বা মুনাফিকের সাথে এমন সম্পর্ক রাখা পাপ ও বিভ্রান্তির পথ। প্রকৃত মুঅমিন না হলে আপন বাবা, মা, ভাই, বোনদের সাথেও এমন সম্পর্ক করতে বারন করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছেঃ

মুঅমিনগণ! তোমাদের বাবা মা, ভাইবোন ঈমানের চেয়ে কুফরকে বেশী ভালবাসলে তাদের ওয়ালী বানিও না। কেউ তাদের ওয়ালী বানালে সে জালিম(অপরাধী) হয়ে যাবে। (৯ তাওবাহঃ ২৩)

কাফিরদেরকে ওয়ালী বানানো বিভ্রান্তির অন্যতম পথ। যারা কাফিরকে ওয়ালী বানায় তাদের ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। তারা হয়ে যায় মুনাফিক্ব। এমন পথে বিভ্রান্ত হয়েছে বনী-ইসরাঈলের অনেক মানুষ। আর একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের সমাজের অনেক মানুষ। ইরশাদ হচ্ছেঃ

মুনাফিকদের সংবাদ দাও। তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব। যারা মুঅমিনদের ছেড়ে কাফিরদের ওয়ালী বানায়। তারা কি এদের কাছে ইজ্জত চায়? সকল ইজ্জতের মালিক আল্লাহ। (৪ নিসাঃ ১৩৮,১৩৯)

বিঃ দ্রঃ এসম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে আমাদের সিলেবাসের ৪র্থ বইয়ে "আল-ওয়ালা ওয়া-ল-বারা" পাঠটি পড়ে নিন।